দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির হলে বহিরাগত অনুপ্রবেশ নিয়ে ছাত্রলীগে গ্রুপিং

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে দীর্ঘদিন সম্পর্কহীন ছাত্র নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেছেন। ক্ষমতার পালা বদলের সুযোগে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের এক শ্রেণীর বহিরাগত হল দখলের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই শ্রেণীর নেতা-কর্মীরা ছাত্রলীগের রাজনীতিতে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এতে প্রকৃত ছাত্রলীগের বিভিন্ন হলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি হচ্ছে। নেতা-কর্মীদের মাঝে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা। এদিকে গতকালও বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগ ছিল মুখোমুখি অবস্থানে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল, মাস্টার দা সূর্যসেন হল, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, এসএম হল, স্যার এ এফ রহমান হল, জিয়াউর রহমান হলসহ বেশ কয়েকটি হলে বহিরাগতরা এসেছে। নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, বহিরাগতদের অনেকেই অছাত্র। ঢাকা কলেজ, বাঙলা কলেজে পড়েন এমন ছাত্রলীগ কর্মীরাও আধিপত্য বিস্তারের জন্য হলে হলে অবস্থান করছেন বলে তারা জানান। রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন নেতারা কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কিছু নেতার সহায়তায় বহিরাগতরা আসতে সাহস পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। দীর্ঘ ৬ বছর হল কমিটি না থাকায় এ ধরনের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারছেন না বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দায়িত্বশীল নেতারা। বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের ফলে নেতা-কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে গ্রুপিং। এরই ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার জিয়া হলে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকীব বাদশা সমর্থিত গ্রুপের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ছাত্রলীগের ত্যাগী নেতারা জানান, নিয়মিত ছাত্র নন (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির হলে বহিরাগত

(১৬ পৃঃ পর)

এবং ছাত্র রাজনীতিতে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় এমন কয়েকজন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের পরপরই জহুরুল হক হল, এসএম হল, মুহসীন হলে উঠেছেন। তাদের সাথে আসছেন বহিরাগতরাও। ঐ নেতাদের মাধ্যমে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও হলে উঠেছে। জিয়া এবং এসএম হলেও ছাত্র নামধারী বহিরাগতরা আশ্রয় নিচ্ছে। এসব হলে বহিরাগতদের সাথে ছাত্রদল ও শিবির কর্মীরা 'নব্য ছাত্রলীগ' হিসেবে সংগঠনের ভেতরে ঢুকছে।

এসব ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু বলেন, বহিরাগতদের ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে। সংগঠনের কেউ এসব ব্যাপারে জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা বলেন, কোন হলে যদি বহিরাগত থাকে তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন সার্বিক ব্যবস্থা নিবে। সব ধরনের সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত। নিয়মিত ছাত্র নন সংগঠনের এমন কেউ হলে থাকলে মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের হলে না থাকতে অনুরোধ জানান তিনি।